২৫-০২-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি 'অব্যক্ত-বাপদাদা" রিভাইসঃ ২৫-০২ -১৮ মধুবন

সদা একমত, একই রাস্তা অনুসরণে একরস স্থিতি

আজ, বাপদাদা বতনে সকল বাচ্চাদের সাথে অন্তরঙ্গভাবে খোলাখুলি আলাপচারিতা করতে করতে মৃদু হাসছিলেন । কোন্ কথায় ? বাচ্চারা সবাই বিশ্বে চ্যালেঞ্জ করে এক সেকেন্ডে মুক্তি জীবনমুক্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করা যাবে । এই চ্যালেঞ্জই তো করছো, তাই না ! তোমরা সব ব্রাহ্মণরা প্রত্যেকে তোমাদের বার্থডের দিব্য বুদ্ধির গিফ্ট লাভ করার অনুভব করেছ । সাথে সাথে ব্রাহ্মণ নাম-সংস্কার হয়েছিলো এবং বাপদাদার থেকে বুদ্ধির গডলি গিফ্ট লাভ করেছিলে । সেই দিব্য বুদ্ধির আধারে জ্ঞানও শুধুমাত্র সেকেন্ডের, 'রচয়িতা এবং রচনা', 'অল্ফ এবং বে' । যোগও সেকেন্ডের, 'আমি বাবার আর বাবা আমার' । দিব্যগুণধারী হওয়া, এও সেকেন্ডের ব্যাপার কারণ যেমন জন্ম, যেমন কুল, সেই অনুযায়ী নিজে থেকেই একটা ধারণা তৈরি হয়ে যায় আর সহজেই হয় । যখন এটা ঈশ্বরীয় কুল তো তোমার গুণ অর্থাৎ তোমার ধারণাও ঈশ্বরীয় হবে, তাই না ! ব্রাহ্মণ জন্ম উঁচু থেকেও উঁচু জন্ম যখন, তখন তো ধারণাও উঁচু হবে, তাই না ? সুতরাং, তোমাদের ধারণাও সেকেন্ডের । যেমন বাবা তেমন বাচ্চা । আর সেবাও সেকেন্ডের ব্যাপার । অনুভাবী হয়ে, ধনভাণ্ডারের সর্বাধিকারী হয়ে বাবার পরিচয় দিতে হবে । যা তোমাদের নিজের কাছে আছে তা' অন্যকে দেওয়া শুধু সেকেন্ডের একটা সহজ ব্যাপার । সুতরাং, বাপদাদা দেখছিলেন যে তোমরা দু'মাসের ব্রাহ্মণই হও বা অনেক দিনের ব্রাহ্মণ, সেকেন্ডের ব্যাপারে তোমরা কিভাবে চলছো ! ব্রাহ্মণ হওয়ার অর্থ সেকেন্ডে বর্সার অধিকার লাভ করা । তাহলে সেকেন্ডের অধিকারী তোমরা কেন অধীন হয়ে যাও? তবে কি তোমরা কি জানো না কিভাবে নিজের অধিকারের স্থিতিরূপী সীটে সেট হতে হয় ? কেন তোমরা আরামের সীট ছেড়ে অস্থিরতার অসার সীটে বসো ? তোমরা সীট ছাড়োই বা কেন, যাতে আবার সেট হওয়ার জন্য বারংবার মেহনত করতে হয় ! সীট ছাড়ার সাথে সাথেই সর্বশক্তির প্রাপ্তি তোমরা খুইয়ে ফেলো । শ্রেষ্ঠ সীট অর্থাৎ তোমার স্থিতিতে সেট থেকে অধিকারী-ভাবের অথরিটি থাকা । যখন সীট ছেড়ে দিয়েছো তো তোমার অথরিটি কিভাবে থাকতে পারে ? সীট থেকে নেমে তারপর তোমার শক্তিদের অর্ডার করো, এই কারণেই শক্তি তোমাদের অর্ডার মানে না । তারপর তোমরা ভাবো যে, আমরা মাস্টার সর্বশক্তিমান, অথচ শক্তি আমাদের অর্ডার মানে না । দাসের অর্ডার দাস মানবে? নাকি মালিকের অর্ডার দাস মানবে ? তোমাদের চেহারা তখন কেমন হয়ে যায় ? দুর্বল ব্যক্তির শরীর কমজোর থাকলে রক্তের ঘাটতির কারণে যেমন চেহারা সর্বদা ম্লান হয়ে যায়, সেইভাবে কমজোর আত্মা উদাস হয়ে থাকবে ; সে জ্ঞান শুনবে, সেবা করবে, কিন্তু উদাস হয়ে । খুশির শক্তি এবং সর্বপ্রাপ্তির শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায় । দাস সদা উদাসই থাকবে । দাস আত্মা সম্বন্ধে হাসির কথা আর বিশেষ কি আছে ? তুচ্ছ ব্যাপারে বলবে সে কনফ্যুজড, বিভ্রান্ত । যেমন কারও চোখের দৃষ্টিশক্তি কমে গেলে, সে একটার পরিবর্তে দুটো দুটো বা তিনটে তিনটে জিনিস দেখে আর তখন সে এটা ঠিক না ওটা ঠিক তাতে দিশাহারা হয়ে যায় । এইরকম আত্মারা একটা রাস্তা অনুসরণ করার বদলে অন্য রাস্তাও দেখে । এক শ্রীমতের সাথে সাথে অন্য আরও অনেক মত শোনে । তারপর তারা ভাবে, এটা করবো না ওটা করবো ! এটা যথার্থ নাকি ওটা যথার্থ ! যখন আছেই এক রাস্তা, এক শ্রেষ্ঠ মত তখন তোমরা এটা করবে না ওটা, সেই প্রশ্নই তো থাকেনা । কনফ্যুজড হবে না-ই বা কেন, তোমরা তো নিজেরাই দুটো রাস্তা তৈরি করো আর নিজের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় । তাইতো বাপদাদা যখন তোমাদের এই বিচিত্র কর্মকাণ্ড দেখছিলেন, তিনি মৃদু মৃদু হাসছিলেন । বাপদাদা বলেন, নিজেদের সীটে

স্থিত থাকো তো একরস থাকবে, কিন্তু যারা চঞ্চল বাচ্চাদের মতো অনবরত চক্কর লাগানোর অভ্যাসী, তারাই বলে মায়ার চক্রে তারা ধরা পড়েছে । কনফিউজড হওয়ার কোনো ভিত্তি নেই । কিন্তু তোমরা ব্যর্থ এবং কমজোর সঙ্কল্পের সাহারা নিয়ে নাও । যদি আধারই হয় ব্যর্থ আর দুর্বল, তবে রেজাল্ট কি হবে ! হয় তোমরা আটকে পড়বে, দ্বিধাগ্রস্ত হবে অথবা নীচে পড়বে ! তারপর চিৎকার করবে, বাবা আমি তো তোমার, আমাকে শক্তি দাও ! যখন তুমি তোমার সীটে থাকো, তোমার সীট সদা জ্ঞানসূর্যের শক্তির কিরণের ছত্রচ্ছায়ায় থাকে । তোমরা সীট ছেড়ে দিয়ে ব্যর্থ এবং দুর্বল সঙ্কল্পের দেওয়াল খাড়া করে দাও । শুধু একটা ব্যর্থ সঙ্কল্প আসে না । সেকেন্ডে একটা ব্যর্থ সঙ্কল্প থেকে অন্য আরও অনেক ব্যর্থ সঙ্কল্পের জন্ম হয় এবং তা থেকে অনেক ইঁটের দেওয়াল তৈরি হয়ে যায় । এই কারণে জ্ঞানসূর্যের শক্তির কিরণ তোমাদের কাছে পৌঁছাতে পারে না । আর তারপরে তোমরা বলো - তোমরা সহায়তা পাওনা বা শক্তি আসেনা । সেইজন্য তোমরা খুশিও থাক না আর স্মরণেও স্থিতি আসে না । আসবেই বা কিভাবে ! তাই তো বাপদাদা পুরানো আর নতুন, যারা এই খেলা করছে, তাদের এই খেলা লক্ষ্য করে মৃদু মৃদু হাসছিলেন । সেকেন্ডের একটা ব্যাপারকে এত জটিল কেন বানিয়ে দিয়েছ ? এক রাস্তা, এক মত, সেসব ছেড়ে মনোমত, পরমত, সেগুলোকে মিক্স কেন করো ? তোমাদের নিজেদের দুর্বলতার তৈরি রাস্তা, "এইরকম তো হয়ই ", "এইরকম তো সবসময়ই চলতে থাকে ।" এই রাস্তাগুলো তোমরা নিজেরাই তৈরি করো আর তারপর গোলকধাঁধায় ঘুরতে থাকো । লক্ষ্য থেকে দূরে সরে যাও । এইরকম কেন করো ? নাকি তোমরা ভাবছ, এটা এমনিই হয়ে যায়, তোমরা কোনো উদ্দেশ্যে করনি, কিন্তু হয়ে যায় ! এটা হয়ই বা কেন ? রোগ আসে কেন ? কারণ সঠিক সময়ে সতর্কতা না নেওয়ায় অথবা দুর্বল হওয়ার কারণে । নাকি এটা বলবে যে রোগ নিজেই এসে হাজির হয় ! কমজোর হয়োনা এবং মর্যাদার সীমা অতিক্রম করে অথবা মর্যাদার রেখা উলঙ্ঘন করে বাইরে বেরিয়ে যেওনা । এখনও কি এই খেলা চালিয়ে যাচ্ছ ? বিশ্ব-কল্যাণের ঠিকেদার, যাদের এতবড় অক্যুপেশন তারাই এই বাচ্চাদের খেলা খেলছে ! আর কতদিন ? বিশ্ব তোমাদের অপেক্ষা করছে, তোমরা শান্তির দূতেরা আগত প্রায় । "আমাদের দেবতা, আমাদের ওপর শান্তির আশীর্বাদ বা কৃপা করতে প্রায় এসে গেছেন ।" তারা জোরে জোরে চিৎকার করতে থাকে আর ঘন্টি বাজায় । কখনো কখনো তো তারা কাড়া-নাকাড়াও বাজায় । তারা আকুল হয়ে ডাকে, এসো ! এসো ! এইরকম দেব আত্মারা যদি নিজেদের শৈশবের খেলায় মেতে থাকে তো তাদের আকুল আহ্বান শুনবে কিভাবে ? অতএব, তাদের আকুলতা শোনো আর উপকার করো । বুঝেছ তোমরা,ভকি করতে হবে ! আচ্ছা - বাবাও এখন সময়ের খেয়াল রাখেন, যদিও তোমরা রাখোনা ।
যারা এক মতে এক রাস্তা অনুসরণ করে, একরস স্থিতিতে স্থিত, সদা সেকেন্ডের অধিকার স্মৃতিতে রেখে সমর্থ আত্মা হয়ে থাকে, যারা ব্যর্থ সঙ্কল্পের খেলা সমাপ্ত করে বিশ্ব কল্যাণের জন্য শ্রেষ্ঠ সেবাধারী - এমন মহান আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

কুমারীদের সাথে বাপদাদার সাক্ষাৎকারঃ-

তোমরা সব কুমারীরা নিজেদের শিবশক্তি মনে করো ? শক্তিরা সদা কোথায় থাকে ? শিবের সাথেই তো থাকো তোমরা, তাই না ! যে যাঁর সাথে থাকে সেই সঙ্গের রঙ তো অবশ্যই তার লাগবে, তাই তো ! তাহলে বাবার যা গুণ আর বাবার যা কর্তব্য সেটা তোমাদেরও হবে, তাই না ? বাবার কর্তব্য সেবা, তোমরা সবাই তাহলে সেবাধারী তো ? সেবা করো নাকি এখনো করতে হবে ? সদা এই লক্ষ্য রাখো, বাবা সমান হতে হবে । সব বিষয়ে চেক করো, এটা বাবার কর্ম কিনা বা তাঁর

সঙ্কল্প অথবা তাঁর বাক্য কিনা ! যদি তাই হয় তবে করে যাও । যদি না হয়, তবে এটা পরিবর্তন করো, কারণ অর্ধকল্প সাধারণ কর্ম করেছ, এখন তোমাদের বাবা সমান হতে হবে । সবাই তোমরা বাবাসম বিশ্ব সেবক, তাই না ? হদের নও ! তোমাদের ভালো সাহস আছে । সাহস আর প্রবল উদ্যমে তোমরা সামনে এগোচ্ছ । তোমাদের উৎসাহ-উদ্দীপনাই সদা সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে ।

যারা সদা উৎসাহ-উদ্দীপনায় থাকে, তারা সব বিষয়ে নাম্বার ওয়ান হবে । স্মরণেও নাম্বার ওয়ান, জ্ঞান, ধারণা সেবা সবকিছুতে নাম্বার ওয়ান । তোমরা এইরকম হয়েছ ? যাদের নাম্বার ওয়ান উৎসাহ-উদ্দীপনা আছে, তারা কিভাবে ঘরে থাকতে পারবে ? তারা তো বন্ধনহীন হবে, তাই না ! তোমরা সবাই কে ? খাঁচার বিহঙ্গ নাকি মুক্ত বিহঙ্গ ? পড়ার খাঁচায় বন্দী আছ ? নাকি মা-বাবার খাঁচায় ? এইরকম খাঁচায় যারা বন্দী তাদের কিভাবে নাম্বার ওয়ান বলা যাবে ? এখন বন্ধনমুক্ত হয়ে যাও । শক্তিশালী আত্মাদের সামনে কেউ কিছু করতে পারেনা । যেমন, তীব্র আগুনের সামনে কেউ আসে না, দূরে সরে যায় । তোমরাও যোগ অগ্নিকে এমনভাবে প্রজ্জ্বলিত করো যাতে কেউ তোমাদের সামনে কোনো বন্ধন তৈরি করতে না পারে । যেমন কোনো জানোয়ারকে ধাওয়া করতে হলে তারা আগুন জ্বালিয়ে দেয় ; কোনো জানোয়ার আগুনের সামনে আসতে পারবেনা । একইভাবে, তোমাদের গভীর অনুরাগের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করো । যদি এখনও বন্ধন থেকে থাকে তবে এর অর্থ দাঁড়ায়, নিষ্ঠা আছে, কিন্তু তা' অগ্নিরূপ হতে পারেনি । নিষ্ঠা থাকার কারণেই তোমরা এখানে এসে পৌঁছেছ , কিন্তু নিষ্ঠা অগ্নিরূপ হলে তখন তোমরা বন্ধনমুক্ত হয়ে যেতে পারো । গভীর অনুরাগ হতে হবে ফুল ফোর্সে । শক্তিরা ময়দানে এসো ! এতবড় গ্রুপ যখন এসেছে, তখন তো অবশ্যই কিছু বিস্ময় হবে, তাই না ! এত হ্যান্ডস বেরিয়েছে তখন বাহ্ বাহ্ তো হবেই ! আচ্ছা !

অব্যক্ত মহাবাক্য

মনকে কন্ট্রোল করে একাগ্রতার শক্তি বাড়াও :-

একমাত্র মনের একাগ্রতাই একরস স্থিতির অনুভব করাবে । একাগ্রতার শক্তি দ্বারা অব্যক্ত ফরিস্তা স্থিতির সহজ অনুভব তোমরা করতে পারো । একাগ্রতার শক্তি, মালিকভাবের শক্তি সহজে বিঘ্ন থেকে তোমাদের মুক্ত করে দেবে । একাগ্রতা অর্থাৎ মনকে যেখানে চাও, যেভাবে চাও, যত সময়ের জন্য চাও তোমার মনকে একাগ্র করে নাও । তোমার মন তোমার বশে হওয়া প্রয়োজন । সাকার রূপে ফরিস্তা স্থিতির অনুভব করার জন্য মনকে একাগ্র করার ক্ষেত্রে অ্যাটেনশন দাও, মনকে অর্ডারের দ্বারা চালনা করো । মালিকভাবের স্টেজের সীটে
এবং ভিন্ন ভিন্ন শ্রেষ্ঠ স্থিতির সীটে সেট থাকো । মনে যখন কোনো কমজোর সঙ্কল্প উৎপন্ন হয়, সেটা সেখানেই শেষ করো, আর তারপর শক্তিশালী হও । তোমাদের সঙ্কল্পরূপী ফাউন্ডেশন মজবুত বানাও, তবে তোমরা রূহানী আকর্ষণে সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে । মনের একাগ্রতার জন্য সেকেন্ড বাই সেকেন্ড ড্রামার রেল লাইন ধরে ক্রমাগত চলতে থাকো । যে রীতিতে, যেভাবে ড্রামা চলছে তার সাথে সাথে যেন তোমার মনের স্থিতিও চলতে থাকে । একটুও যেন দ্বিধা না আসে । তোমাদের মনের ব্রেক লাগাতে বা মনের হাল ধরতে তোমাদের পাওয়ার (power) প্রয়োজন অর্থাৎ তোমাদের সঙ্কল্প শক্তি কার্যে প্রয়োগ করো । এইরকম করায় তোমাদের বুদ্ধির শক্তি ব্যর্থ যাবেনা, এনার্জি জমা হবে । তোমরা যত বেশি তোমাদের মন-বুদ্ধির শক্তি জমা করতে পারবে, ততই তোমাদের পরখ করার এবং নির্ণয় করার শক্তি বাড়বে । মনকে কন্ট্রোল করতে তোমাদের মন অর্পণ ক'রে, পুরোপুরিভাবে স্যারেন্ডার হয়ে

যাও । তখন নিজের অনুসারে তোমার মনে সঙ্কল্প তৈরি করতে পারবেনা । যারা তাদের মনই বাবাকে দিয়ে দিয়েছে তারা সহজে 'মন্মনাভব' হয়ে যাবে । মন্মনাভব হওয়ায় তোমরা সহজে মোহজিত হয়ে যাবে । মনকে সমর্পণ করা অর্থাৎ ব্যর্থ সঙ্কল্প, বিকল্পকে সমর্পণ করা । যখন তোমাদের মনে কোনো সঙ্কল্প উৎপন্ন হয়, তাতে যেন সত্যতা এবং স্বচ্ছতা থাকে । ভিতরে কোনো বিকর্মের, স্বভাবের বা পুরানো সংস্কারের আবর্জনা যেন না থাকে । যারা এইরকম স্বচ্ছ হবে তারা সবার প্রিয় হবে । এমনকি এমন সত্য বাচ্চাদের প্রতি 'সাহেব রাজী' অর্থাৎ ভগবান সদা খুশি থাকেন । যে সময়ে যে স্থিতি তোমরা চাও সেই স্থিতি বানানোর জন্য মনকে এই ড্রিল করাতে হবে, সেকেন্ডে আওয়াজে আসা, সেকেন্ডে আওয়াজের ঊর্ধ্বে যাওয়া । কাজ করার জন্য দেহ ভাবে আসা আবার এক সেকেন্ডে অশরীরী হয়ে যাওয়া । এই ড্রিল যখন মজবুত হয়ে যাবে তখন তোমরা সব পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারবে ।

এখন সময় অনুসারে, নিজেদের সঙ্কল্পকে গুটিয়ে নেওয়ার শক্তি ধারণ করো, সঙ্কল্পের বিস্তারের লটবহর গুটিয়ে নিয়ে চলো আর একমাত্র তখনই অন্যের সঙ্কল্প তোমরা রিড করতে পারবে । চোখের লক্ষণ দেখেও তোমরা কারও মনের ভাব বুঝতে পারবে । ঠিক যেমন তোমরা বাপদাদার সামনে এসে তোমাদের মনের সঙ্কল্প এবং মনের ভাব সম্বন্ধে কিছু না বললেও বাপদাদা জানতে পারেন, সেইভাবেই তোমাদের অন্তিম কোর্স পড়তে হবে । যেখানে চাও মনকে স্থিত হতে দাও, এবং আর কোথাও যেন নিযুক্ত না হতে পারে । এমনকি মনের সঙ্কল্পেও যেন মায়ার কাছে হার মানতে না হয়, এইরকম স্থিতি বানানোর জন্য আগে থেকেই শুদ্ধ সঙ্কল্পে মনকে বিজি রাখো । মন যদি শুদ্ধ সঙ্কল্পে ভরা থাকে, তবে ব্যর্থ সঙ্কল্প আসতে পারেবেনা, তোমরাও হারবে না । শুদ্ধ এবং একাগ্র সঙ্কল্পের শক্তি দিয়ে তোমরা যেকোন বায়ুমন্ডলকে বদলে দিতে পারো । কেউ কেউ যেমন নিজের ঘর সাজানোর জন্য তাদের শৈশবের ছবি থেকে শুরু করে নিজের বিভিন্ন ভঙ্গিমার ছবি রাখে । সেইরকম তোমরাও তোমাদের মনমন্দিরে নিজেদের সম্পূর্ণ স্বরূপের মূর্তি এবং ভবিষ্যতের অনেক জন্মের মূর্তি স্পষ্টরূপে সামনে যদি রাখো, তবে সঙ্কল্প অন্য কোনদিকে যাবেনা, নিজে থেকেই একাগ্র হয়ে যাবে । এক একটা বিশেষ দিনে, তারা তিন মিনিট সাইলেন্স হয়ে যায়, এমনকি, যেকোন ধরণের চলন্ত ট্রাফিকও তখন থেমে যায় । তারা সমস্ত কাজকর্ম স্টপ করে দেয় । একইভাবে, তোমরা যখন কোনো কার্য করছো বা কারও সাথে কথা বলছো তখন মধ্যে মধ্যে তোমাদের সঙ্কল্পের ট্রাফিক স্টপের অভ্যাস করো । এক মিনিটের জন্য হলেও মনের সঙ্কল্পকে থামাও, শরীর দ্বারা তোমরা কর্ম করাকালীন কিছুক্ষণের জন্য সেই কর্ম বন্ধ রেখেও এই প্র্যাক্টিস করো তো সঙ্কল্প শক্তিশালী হয়ে যাবে ।

পাস উইথ অনার একমাত্র তারাই হতে পারে যারা নিজের সঙ্কল্পের দ্বন্দ্ব অথবা শাস্তির ঊর্ধ্বে থাকে । ধর্মরাজের শাস্তির বিষয় তো পরে । কোনো কোনো বাচ্চা তাদের ভুলের জন্য নিজেদের শাস্তি দেয় । তারা ব্যর্থ সঙ্কল্পের রচনা ক'রে তাতে বিভ্রান্ত হয়ে যায়, তখন আকুল হয়ে ডাকে, এখন এসবেরও ঊর্ধ্বে থাকার প্রতিজ্ঞা করো । তোমাদের মেজরিটির কম্পলেন্ট (অনুযোগ) যে, ব্যর্থ সঙ্কল্পের তুফান তোমাদের কমপ্লিট হওয়ার ক্ষেত্রে বিঘ্ন তৈরি করে । এই কম্পলেন্ট তখনই শেষ হবে যখন রোজ অমৃতবেলায় তোমাদের ডাইরিতে সারাদিনের অ্যাপয়েন্টমেন্ট বানাবে । যখন নিজের মনকে প্রত্যেক মুহূর্তে অ্যাপয়েন্টমেন্টে বিজি রাখবে, ব্যর্থ সঙ্কল্প তখন তার মাঝে তোমার সময় নিতে পারবে না । সুতরাং, সময়ের বুকিং করার বিধি শেখো । বাবার সমান হওয়ার কাছাকাছি যত আসবে, ততই সর্ব আত্মাদের মনের সঙ্কল্পের ক্যাচ করতে পারবে । এইজন্য, তোমাদের সঙ্কল্পের মিক্সচার থাকা উচিৎ নয়

। সঙ্কল্পের ওপর কন্ট্রোলিং পাওয়ার প্রয়োজন । যেভাবে তোমরা বাহ্য কাজকর্ম কন্ট্রোল করো, সেইভাবে মনের সঙ্কল্পের কার্যকলাপ কন্ট্রোল করো, এইজন্য সদা স্মৃতিতে রাখো, ১) আমি প্রতিটা মুহূর্ত, প্রতিটা সেকেন্ড, প্রতিটা কাজে স্টেজে আছি । ২) আমার বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ স্টেটাস কি ?

বর্তমান নিয়মানুসারে এখন মন্সার মাধ্যমে মহাদানী হও, তবেই এক সেকেন্ডে মনের সঙ্কল্পের ওপর বিজয়ী হবে । যে যতই অনিষ্টজনক সঙ্কল্প করুক না কেন, যদি এক সেকেন্ডও তাদের মন একটা সঙ্কল্পে স্থির না থাকে তাহলে তোমরা তোমাদের বিজয়ের শক্তি দ্বারা টেম্পোরারি সময়ের জন্যও তাদের শান্ত এবং চঞ্চল থেকে অনড় বানাও । যখন তোমাদের সঙ্কল্পের একাগ্রতা আসবে,তখন সঙ্কল্প দ্বারা তুমি যেকোনো কাউকে ডাকতে পারবে, যে কোনো কাউকে কার্য করানোয় প্রেরণা দিতে পারবে । বাটন টিপলে যেমন টেলিভিশনে সমস্ত দৃশ্য সামনে দেখা যায়, ঠিক সেভাবেই তোমরা যে সঙ্কল্প যার জন্য করবে, তার বুদ্ধিতে একটা ক্লিয়ার ছবি আঁকা হয়ে যাবে । এইজন্য শ্রীমতের যে আজ্ঞা তোমাদের প্রাপ্তি হয়েছে সেটাই সঙ্কল্পে চলতে দাও এবং কোনকিছু যেন মিক্স না হয় । তোমরা আলমাইটি গভর্নমেন্টের মেসেঞ্জার, কারও সাথে কোনকিছু ডিসকাস করাকালীন তোমার মনকে ডিস্টার্ব হতে দিওনা । কোনো ব্যাপারে নিজের চেহারায় বা মনের স্থিতিতে কোনো তফাৎ থাকতে দিওনা । সদা মন্ত্র স্মরণে রেখো । যখন কোনো পরিস্থিতি তোমার সামনে আসে তখন আত্মিক দৃষ্টির নেত্র এবং মন্মনাভব'র মন্ত্র প্রয়োগ করলে সেই পরিস্থিতি সমাপ্ত হয়ে যাবে ।

বরদানঃ- 'বাবা' শব্দের ডায়মন্ড 'কী' (চাবি) দ্বারা সর্ব ধনভাণ্ডার প্রাপ্ত করে পরমাত্ম স্নেহী ভব

যারা পরমাত্মার স্নেহী বাচ্চা, তাদের বাপদাদা ডায়মন্ড শব্দের এক খুব সুন্দর উপহার দেন, সেই শব্দ হলো 'বাবা' । এই চাবি সদা সাথে রাখলে সর্ব ধনভাণ্ডারের প্রাপ্তি হয়ে যাবে । এই চাবির 'কী চেন' হলো, সদা সর্ব সম্বন্ধে স্মৃতির প্রতিমূর্তি হয়ে থাকা । এইসঙ্গে প্রতিজ্ঞার কঙ্কন এবং সর্ব গুণের শৃঙ্গারে সেজে থাকো, তবেই বিশ্বের সামনে ফরিস্তা রূপ বা দেব রূপে প্রখ্যাত হবে ।

স্লোগানঃ- অতীতকে সরিয়ে, বাপদাদার কাছে থাকো তো তোমরা পাস উইথ অনার হয়ে যাবে ।